কমপিউটার অপারেটর যখন পেশা

মো: আতিকুজ্জামান লিমন

দৈনিক পত্রিকা উল্টালেই প্রতিদিনই কিছু না কিছু চাকরির বিজ্ঞাপন আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে একটি পেশা সবসময় চোখে আসে– তা হলো কমপিউটার অপারেটর আবশ্যক। সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই এখন কমপিউটার অপারেটর একটি অপরিহার্য পেশা। এ লেখায় কমপিউটার অপারেটরের আবশ্যকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কমপিউটার অপারেটর

একজন কমপিউটার অপারেটর একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কমপিউটার সিস্টেমের পর্যবেক্ষণ ও কমপিউটার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকেন। সাধারণত তার কাজ কমপিউটারের সমস্যা সমাধান বা ট্রাবলশুটিং, ব্যাচ প্রসেসিং, সিস্টেমের কর্মক্ষমতার উন্নতি, অনলাইন সার্বক্ষণিক আছে কি না তা নিশ্চিত করা, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমস্যা সমাধান ইত্যাদি। অন্যান্য দায়িত্ব নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভর করে। যেমন সিস্টেম ব্যাকআপ, কমপিউটার রুমের সরঞ্জাম সুন্দরভাবে রাখা এবং গ্রাহক সেবা। প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে কাজের ধরন, তাদের কাজের ধরন ও প্রতিষ্ঠানের পলিসির সাথে নির্ভর করে, অনেক প্রতিষ্ঠান কমপিউটার নিয়োগের পরে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে প্রবেশ করায়।

কমপিউটার অপারেটর হতে কি লাগে?

কমপিউটার অপারেটর হতে হলে সাধারণত কপিউটার বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হয়। অনেক নিয়োগকর্তা প্রথাগত কারিগরি প্রশিক্ষণ বা এক থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা চেয়ে থাকেন।

এই পেশায় চাহিদা বেশি যাদের

কমপিউটারের প্রতিটি ক্ষেত্রে যার কমবেশি ধারণা আছে, তাদের জন্য এই পেশায় বেশি চাহিদা। নিয়োগকর্তারা প্রথমেই বিবেচনায় নিয়ে আসবেন তাকে যিনি মাল্টিটাস্কিং বা অনেকগুলো কাজ একাই পারেন। সহজ কথায় বলা যায়, কমপিউটার ব্যবহারে বেশ পারদর্শী এবং যিনি

টিপস

- কমপিউটারে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা বা অল্পমেয়াদী কোর্স।
- মাইক্রোসফট অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) প্রোগ্রামে দক্ষতা অর্জন।
- গ্রাফিক্স, ইন্টারনেট, প্রেজেনটেশন, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকা।
- দ্রুত টাইপের গতি, কমপক্ষে মিনিটে ৩০-৪০ শব্দ।
- প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারের আপডেট রাখা।
- নতুন প্রযুক্তি শেখা ও তা ব্যবহারের মানসিকতা।
- দীর্ঘ সময় কাজের মানসিকতা।

একজন কমপিউটার অপারেটরকে কার্যকরভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগের যোগ্যতা থাকতে হবে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হতে হবে, বিশ্লেষণ করার দক্ষতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সমস্যা সমাধানের মানসিকতা থাকতে হবে। নেটওয়ার্কিং কাজে দক্ষতা অনেক সময় নিয়োগকর্তাকে বেশি আর্কষণ করে। অনেক সময় নিয়োগকর্তা এই পদে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রি চেয়ে থাকেন। কারণ, ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে উচ্চপদস্থ লোকের সাথে কাজ করতে হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্রুত বাংলা ও ইংরেজি টাইপ করার দক্ষতা, অনেক সময় ৩০-৪০ শব্দ প্রতিমিনিটে, আর্টিকল বা রিপোর্ট তৈরি, ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ এবং কমপিউটারে একটানা অনেকক্ষণ কাজের মানসিকতা খুব দরকার।

গ্রাফিক্স, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ে অল্প ধারণা রাখেন, তাহলে তিনি অনেকের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। কমপিউটার ও অন্যান্য বিষয়গুলোর সাথে সাথে যদি কেউ ইংরেজিতে দক্ষ হয়, তবে তার চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে। কারণ, নিয়োগকর্তারা প্রথমেই যে বিষয়গুলো দেখে থাকেন, তাহলো অনেকগুলো কাজ যদি একজনকে দিয়ে করানো যায় তাহলো প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা লোকের প্রয়োজন হবে না। তাই খুব বেশি জ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে না থাকলেও কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারলে সেটা চাকরি ক্ষেত্রে ভালো কাজে লাগে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, নতুন কোনো কিছু শেখার আগ্রহ থাকাটা অনেক সময় খুব কাজে লাগে। নতুন কোনো বিষয় সহজে আয়ত্ত করাটা একটি ভালো গুণ। অনেকে ভয়ে নতুন কোনো বিষয় শিখতে চান না। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে নতুন নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার নিজেকে শিখে নিতে হয়। তা না করলে ২-৩ বছরের মধ্যে নতুন পরিবর্তনগুলো আয়ত্তে আনাটা অনেক কঠিন হবে।

এই পেশায় যেসব বাধা

সারাক্ষণ কমপিউটারে কাজ করার জন্য অন্যদের কাছে নিজের কাজকে উপস্থাপন করাটা একটু কঠিন। প্রমোশনের ক্ষেত্রেও অনেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। নিজেকে কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে এসব বাধা দূর করা সম্ভব। অনেকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। যেমন– কোমরে ব্যথা, চোখের সমস্যা ইত্যাদি। এজন্য কাজের মাঝে কিছু বিরতি নিয়ে কাজ করলে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রযুক্তি দিন দিন বিকশিত হচ্ছে, কমপিউটার অপারেটরের কাজ দিন দিন কমে যাচ্ছে, অনেক কাজ এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই ডায়নামিক ওয়েবসাইট ব্যবহার করে রিপোর্ট জেনারেট থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ খুব সহজেই করে যাচ্ছে। তাই শুধু কমপিউটার অপারেটর হিসেবে চাকরির চেয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে অনেকগুলো কাজে এক্সপার্ট হিসেবে। তাহলে এই পেশায় অনেক ভালো করা যায়। কমপিউটার অপারেটরের সরকারি, বেসরকারি, ফিন্যান্স, উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা, আইটিসহ বিভিন্ন শিল্পে কাজের সুযোগ আছে। এ পেশায় ভালো করার জন্য নিয়মিত কমপিউটার ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে সময় দিলে এই পেশাতেই অনেক ভালো করা সম্ভব

ফিডব্যাক : infolimon@gmail.com